Registered No. 35.

অমৃত বাজার পত্রিকা

৬ ভাগ { কলিকাতাঃ— ২৪ শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, সন ১২৮০ সাল। ইং ৭ ই আগষ্ট ১৮৭৩ খৃঃ অব্দ। } ২৬ সংখ্যা।

বিজ্ঞাপন।

—ooo—

কলিকাতা।

বহুবাজর ষ্ট্রিট নং ৯২

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা যুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয় স্মরণ শক্তি কম হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীনহইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে ইতস্ত আছে ইহা সেবন করিলে স্ফূর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তি যুক্ত হইবে, ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাহারা এই মহৌষধ গ্রহণে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা লইবেন কিম্বা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য থমতঃ ৫ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা না।

যাঁহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড অর্শ, বহু মুত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ খানে স্তত আছে।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হেয়ার প্রিজারভার।

নিয়ম মত কিছুদিন ব্যবহার করিলে যুবা ও মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিদিগের আর শুক্লবর্ণ চুল থাকিবে না। চুল ঘন ও পুষ্ট হইবে এবং মস্তকের চর্ম্ম প্রকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

ইহার প্রতি শিশির মূল্য „ „ ১ টাকা

ডাক মাশুল ইত্যাদি „ „ „ „ ।৵০ আনা।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হিমসাগর তৈল।

যাহারা অতিশয় অধ্যয়ন ও মানসিক চিন্তা জন্য মাথার বেদনায় ও অবসন্নতায় কাতর থাকেন তাঁহাদিগের পক্ষে ও বাউপ্রধান ধাতুর পক্ষে এই তৈল অতীব উপকারী।

ইহার প্রতি শিশির মুল্য „ „ ১ টাকা

ডাক মাশুলইত্যাদি „ „ „ ।৵০ আনা।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার কলেরা ক্যাম্ফার।

ইহা এদেশীয় ওলাউটা রোগের অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাত্রা ১এক বিন্দু হইতে ২০ বিশ বিন্দু পর্য্যন্ত।

ইহার ১এক আউন সশিশির মুল্য ।৷০ আন

ডাক মাশুল ইত্যাদি ।৵০ আনা।

হেয়ার প্রিজারভার, হিমসাগর তৈল ও কলেরা ক্যাম্ফার নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায়।

বহুবাজার ৯২ নম্বরের বাটী ওরিএন্টেল এপথিক্যারিশ হল দাস সরকার এণ্ড কোম্পানির নিকট ও কালেজ এস্কয়ার ১৪নম্বরের বাটী মোহালা বিশ ও কোম্পানির নিকট। এবং চিতপুর রোড ২৮৩ নম্বরের বাটী ইউনিভারস্যাল মেডিকাল হলে তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

নয়শো রূপেয়া

নাটক।

অমৃত বাজার পত্রিকা আফিসে প্রাপ্তব্য।

মূল্য একটাকা। ডাক মাশুল ৵০ আনা।

মাধবমোহিনী।

উপরের লিখিত মাধবমোহিনী নামক গ্রন্থের কায়া ৩০০ পত্রের অধিক। মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল ৵০ আনা।

উপরের গ্রন্থ কলিকাতার চিৎপুর রোডের ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীকিশোর মোহন ঘোষের নিকট প্রাপ্য।

বল্মীকি রামায়ণের বাঙ্গলা গদ্য অনুবাদ।

উত্তর ইটালি চিঙ্গড়ি ঘাটারোড আমার ১০৬ নং ভবনে সংস্কৃত কালেজের জনৈক ছাত্র শ্রীযুক্ত গঙ্গা গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া পুস্তকাকারে প্রতি মাসে এক এক খণ্ড প্রচারিত করিতেছেন। ইহার মনোহারিণী রচনাবলী পাঠ করিয়া অনেকেই যার পর নাই পরিতোষ লাভ করিয়াছেন। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৫।৷০ টাকা মাত্র ডাক মাশুল সহিত গ্রহণেচ্ছুগণ নাম ধাম সহ আমার নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন ইতি। (।০)

কলিকাতা, শ্রীগোবিচন্দ্র দত্ত।

পরিস রহস্য

(A Translation of the Mysteries of Paris.)

কাব্যানুবাদিনী সভা হইতে প্রতি সপ্তাহে এক এক ফর্ম্মা প্রকাশিত হইতেছে। অক্রুর দত্তের গলি ১৮ নং ভবনে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীকেদার নাথ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য ফর্ম্মা প্রতি অর্দ্ধআনা। (৪১)

B. M. SIRCAR'S ABROMA AUGUSTUM.

বাধক বেদনার মহৌষধ।

প্রায় এক বার সেবনেই যন্ত্রনা হইতে আরোগ্য লাভ হয় ও সন্তানোপত্তির ব্যাঘাত দূর করে।

উক্ত ঔষধ এবং সেবনের নিয়ম ডাক্তার ভুবন মোহন সরকারের নিকট কলিকাতা চোরবাগান মুক্তরাম বাবুর ষ্ট্রিট ৭৭নং ভবনে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

মূল্য ৩।৷০ টাকা মায় ডাকমাশুল।

বি, এম সরকার কোং চো রবাগান কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

অবলা বিলাপ।

শ্রী মতী অন্নদা সুন্দরী দাসী প্রণীত মলা।০ অমৃত বাজার প্রেস, কলিকাতা হিঁদেরাম বাড়ুয্যের লেন। নং ৫২।

সংক্রামক জ্বরের মহৌষধ।

সহস্র সহস্র পরীক্ষা দ্বারা এই ঔষধের গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে। হুগলী ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি সংক্রামক জ্বর প্রপীড়িত জেলায় ইহা বাহুল্য রূপ ব্যবহার হইতেছে। জ্বর, প্লীহা যকৃৎ, শোথ প্রভৃতি যে সমস্ত পীড়া মেলেরিয়া বা অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহার দ্বারা জন্মে তাহার বিশেষ প্রতীকারক। মূল্য ২ টাকা মায় ডাকমাশুল।

অর্শরোগের মহৌষধ।

বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অর্শ এককালে আরোগ্য হয়। মল্য ১।৷০ টাকা মায়ডাক মাশুল।

টাকরোগের মহৌষধ

অনেকের বিশ্বাস যে, টাক কখন আরোগ্য হয় না কিন্তু এ ঔষধ ব্যবহার করিলে সে মত অবশ্যই দূর হইবে। মূল্য ১৷ টাকা মায় ডাকমাশুল।

উক্ত ঔষধ কয়েকটি বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রিট ২৩ নং ভবনে পাওয়া যাইবে। (৩৮)

এরিক্‌সন্‌ ফর্গিউইশন এবং ড্রুইট্‌স্‌ সর্জারি ও সাইম্‌স্‌ এবং ডাক্তার ফেরার কর্ত্তৃক ক্লিনিক্যাল লেক্‌চার্স অবলম্বনে বাঙ্গলা ভাষায়, পুর্ণায়তনে ও প্রতিমুর্ত্তি সহিত একখানি সর্জারি সংকলিত হইয়াছে। পুস্তক খানি ৯৩ ফর্ম্মার ৭৪৪ পত্রে সম্পুর্ণ হইয়াছে। মুল্য, ডাক মাশুল ব্যতীত ৮ টাকা নিৰ্দ্ধারিত হইল। যাহার প্রয়োজন হয় নীচের লিখিত ঠিকানায় ডাকমাসুল সহিত টাকা পাঠাইলেই পুস্তক পাইতে পারিবেন। (৴)

কলিকাতা ভবানিপুর শ্রীকাশী চন্দ্র দত্ত গুপ্ত

১২নং চক্রবেড়েরোড সব য়্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন

ব্যবস্থা সংগ্রহ (মাসিক পত্র)

ইহাতে ভারতবর্ষীয় এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইন, হাইকোর্ট, এবং প্রিভি কাউন্‌সেলের পুলিস্‌ ছোট আদালত এবং অন্যান্য বিচারালয় সংক্রান্ত সংবাদ সন্নিবেশিত। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা, যান্মাষিক ৫।০ টাকা এবং মাসিক ১ টাকা।

২৯ নম্বর মৃজাপুর ষ্ট্রিট } রায়, বসু এবং কোং।

রুশিয়দিগের প্রতি আমাদের কি করা কর্ত্তব্য।

পারস্যের সাহা ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলে ইংলণ্ড-বাসীগণ তাঁহার অভ্যর্থনার্থ অসাধারণ উদ্যোগ ও যত্ন করেন। রুশিয়দিগের ইহাতে ভয় হয় পাছে পারস্যের সাহা ইংরাজদিগের যত্ন ও চাতুর্য্যে মোহিত হন। এই নিমিত্ত রুশিয় সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ ক্রমাগত ইংরাজদিগকে তিরস্কার করিতেছেন। প্রথমতঃ মির নামক একখানি রুশ সংবাদপত্রে ইংরাজদিগের গালি প্রকাশিত হয়। তাহাতে সম্পাদক পারস্য রাজাকে স্মরণ করাইয়া দেন, যে ইংরাজেরা কিরূপ চতুরতা ও কৌশল বিস্তার পূর্ব্বক খোরাশান, বেলুচস্থান, আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশ সকল পারস্য রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন। ইংরাজেরা মহীশূর, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি যুদ্ধে যেরূপ ব্যবহার করেন সে বিষয়ও রুশিয়গণ উল্লেখ করেন। মির লিখেন যে "পারস্য রাজা কি বিস্মৃতি হইয়াছেন যে কাহার নিমিত্ত তিনি কাবুল ও হিরাট পুনরায় অধিকার করিতে পারিলেন না? অথবা তাঁহাদের আপনাদিগের একজন গ্রন্থকর্ত্তা ফ্রান্সিস সাহেব বলিয়াছেন যে, ইংরাজেরা যেখানে দেখেন লোকে তাঁহাদিগের সঙ্গে বিবাদ করিতে সম্মত নহে সেখানে যত্নপূর্ব্বক বিবাদ বাধাইয়া লন ইহা কি তিনি অবগত নন?" মির সংবাদপত্রে ইংরাজদের এইরূপ নানা গ্লানি সূচক বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে এবং সম্পাদক এই সমুদয় উল্লেখ করিয়া পারস্যের সাহা ইংরাজদিগের চাতুর্য্যের মধ্যে না পড়েন এই বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি আর একখানি রুশিয় সংবাদপত্রে আবার ইংরাজদিগের গালি প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদক বলেন ইংরাজেরা লুণ্ঠনকারী, তাঁহারা পরের ধন বল দ্বারা আত্মসাৎ করিয়া লন, অন্যের সম্পত্তি আপনাদের অধিকার ভুক্ত করিয়া লন, এবং অত্যাচারী। সম্পাদক ইংরাজদিগের আফিঙের একচেটিয়া বাণিজ্য ও মহীশূর কাড়িয়া লওয়া প্রভৃতি অত্যন্ত ঘৃণাস্কর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তিনি বলেন ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের দুগ্ধবতী গাভী স্বরূপ। ইংলণ্ড ইহা দোহন করিয়া নিজ রাজ্যে লইয়া গিয়া সুখস্বচ্ছন্দতা ভোগ করিতেছেন এবং এ সমুদয় তিনি ইংরাজি গ্রন্থ দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

ইংরাজেরা মহৎ, তাঁহারা এ সমুদয় কথায় কর্ণপাত করেন না। তাঁহারা এত উচ্চে অবস্থিত যে রুশিয়দিগের গ্লানি সূচক বাক্য তাঁহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারেনা। কিন্তু আমরা ইংরাজদিগের ন্যায় মহৎ নই, আমরা ইংরাজদিগের ন্যায় উচ্চ পদবীতে অবস্থিতও নই, সুতরাং রুশিয়গণ আমাদিগের রাজপুরুষদিগকে গ্লানি করিলে আমাদের মনে অত্যন্ত বেদনা লাগে। ক্ষমতাবান জাতি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল জাতিকে গালি দিলে যে উহা কিরূপ মর্ম্মান্তিক হয়, তাহা আমরা ইংরাজদিগের প্রসাদে বিস্তর ভুগিয়া শিক্ষা করিয়াছি, সুতরাং রুশিয়গণ যদি প্রকৃত অপেক্ষাকৃত অধিক বলবান হন তবে তাঁহারা ইংরাজদিগকে গালি দিয়া কত কষ্ট দেন তাহা ইংরাজেরা না জানিতে পারেন, কিন্তু আমরা উহা অনায়াসে অনুভব করিতে পারি। বিশেষতঃ ইংরাজেরা আমাদের রাজা, আমাদের তাঁহাদের গৌরবে গৌরব, তাঁহাদের অপমানে অপমান, সুতরাং তাঁহারা গ্লানি ভাজন হইলে আমাদের অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হয়। এই নিমিত্ত যাহাতে রুশিয়গণ আর আমাদের রাজপুরুষগণকে গ্লানি করিতে না পারেন তাহার কোন উপায় অবলম্বন করা উচিত। আমরা দুর্ব্বল, আমাদের অস্ত্র শস্ত্র নাই, এবং ইংরাজদিগের প্রসাদে আমাদের যুদ্ধ করিবার কোন অস্ত্রের প্রয়োজনও নাই সুতরাং রুশিয়দিগকে যুদ্ধ দ্বারা যে আমরা দমন করিব সে আশা বিফল। আমাদের শত্রুদমনের দুইটী উপায় মাত্র আছে। প্রথমতঃ অভিসম্পাত দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ দরখাস্ত দ্বারা, রুশিয়গণ খৃষ্টান, তাহাদিগকে হিন্দু কি মুসলমানে শাপ দিলে কোন ফলই ফলিবে না, তবে দরখাস্ত করাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম অস্ত্র। বাঁচিয়া থাকুন আমাদিগের সুশিক্ষিতদেশীয়গণ! তাঁহারা কি অপূর্ব্ব উপায়ই প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে কিছু পরিশ্রম ও উদ্যোগের আবশ্যক বটে, কিন্তু কি করা যায়। আজকাল দেশের যেরূপ উন্নতি হইতেছে সম্ভবতঃ ইহার পর এমন কোন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইবে যে তাহা দ্বারা বিনা উদ্যোগে ও বিনা পরিশ্রমে দরখাস্ত লেখা হইবে। কিন্তু সে যাহা হউক, আমরা আপাততঃ দরখাস্ত দ্বারাই রুশিয়দিগকে পরাস্ত করিবার প্রস্তাব করিতেছি। দরখাস্তের পাঠ এবং উহা কিরূপে লিখিতে হয় তাহা কলিকাতার অনেকেই অবগত আছেন সুতরাং সে বিষয়ে কোন কষ্ট হইবে না। তবে তাহাতে কি লেখা যাইবে সেই বিষয় সাব্যস্ত করা এক্ষণ প্রয়োজন। আমরা এই ভাবে লিখিতে পরামর্শ দেই। "হে রুশিয়াবাসীগণ, ইংরাজেরা আমাদিগের প্রতি অত্যাচার করুন, আর আমাদের দ্রব্যাদি বলদ্বারা হরণ করুন, আমরা মরি আর বাঁচি, আমাদের ধন সম্পত্তি থাকে আর যায়, আমাদের উন্নতি হউক আর অবনতি হউক, সে কথায় তোমাদের কোন প্রয়োজন করে না, তোমরা যে আমাদের নিমিত্ত ইংরাজদিগের গালি দেও তাহাতে আমাদিগকে তোমরা নিতান্ত দুঃখিত কর। দ্বিতীয়তঃ ইংরাজেরা যে এদেশ হইতে ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছেন, সে তোমাদের যায় নাই, আমাদের গিয়াছে, সে জন্য তোমাদের দুঃখিত হওয়ার প্রয়োজন করে না। ইংরাজেরা যে এদেশের ধন সম্পত্তি স্বদেশে লইয়া গিয়াছেন সে ভালই হইয়াছে। আমরা ধন সম্পত্তি লইয়া কি করিতাম? ইংরাজেরা এই ধন সম্পত্তি দ্বারা কত উন্নতি করিয়াছেন, ইংলণ্ডে তাঁহারা এই ধন বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা কত বৃদ্ধি করিয়াছেন, তথায় কত অপূর্ব্ব অট্টালিকা সকল প্রস্তুত করিয়াছেন, ইংলণ্ড কত গাড়ি কত ঘোড়া, কত পরিচ্ছদ কত আমোদ আহ্লাদের স্থান হইয়াছে। ইংলণ্ড ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় হইয়াছে। আমাদের হাতে টাকা থাকিলে ত ইহার কিছুই হইত না। ইংরাজেরা যদি টাকা সমুদায় না লইয়া যাইতেন তাহা হইলে হয়ত, আমাদের দেশে এত বাণিজ্যের আলয় প্রস্তুত হইত না, রেলওয়ে হইত না, নীলকুঠি চার কুঠি হইত না এবং তাহা না হইলে এক্ষণ এসমুদয় স্থানে যে সমুদায় লোক প্রতিপালিত হইতেছে, যাহারা এখানে চাকুরি করিয়া পরিবার প্রতি পালন করিতেছে তাহাদের কি দুর্গতি হইত। বটে আমাদের দেশে টাকা থাকিলে আমাদের পরিবারের হয়ত এত কষ্ট হইত না কিন্তু তাহাতে কি পায়, এসমুদয় বাণিজ্যালয় প্রভৃতি না হইলে আমরা চাকুরি কোথায় পাইতাম? ইংরাজেরা যে এদেশে নানাবিধ আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন এসকলই বা আমরা কোথায় দেখিতাম। ইংরাজেরা সায়াহ্ন কালে দেব দেবীর ন্যায় অপূর্ব্ব অশ্বশকটে, অপূর্ব্ব বেশ ভুষায় ভুষিত হইয়া যেভ্রমণ করিতে যান, তাহাই বা আমরা কোথা হইতে দেখিতাম। এ সমুদায় দ্বারা আমাদের অর্থের সদ্ব্যবহার হইতেছে এবং এই নিমিত্ত আমরা বলি যে ইংরাজেরা যে এদেশ হইতে ধন সম্পত্তি লইয়া গিয়াছেন সে ভালই হইয়াছে। মহীশূর, অযোধ্যা প্রভৃতি আত্মসাৎ করিয়াও বিশেষ মঙ্গল করিয়াছেন। অযোধ্যায় অরাজকতা উপস্থিত হয় এবং ইংরাজেরা অতিশয় সভ্য, তাহাতে খৃষ্টান তাঁহারা কেমন করিয়া উহা চক্ষের উপর দেখেন। তাঁহারা কাজেই উয়াজিদ্ আলির নিকট হইতে উহা কাড়িয়া লইলেন। যখন রাজ্য গ্রহণ করেন তখন অযোধ্যাবাসীরা এবিষয় তাহাদিগের নিকট আবেদন করেনা, প্রত্যুত ইংরাজেরা যখন অযোধ্যা লইলেন তখন তাহারা অবাক হইল এবং এখন পর্য্যন্ত তাহারা তাহাদিগের নবাবের নিমিত্ত ক্রন্দন করে কিন্তু তাহারা অবোধ, তাহাদের ভাল মন্দ তাহারা কি জানে? ইংরাজেরা তাহাদের দুঃখ দেখিয়া কষ্টে অধীর হইলেন। তাঁহারা খৃষ্টান, জগত উদ্ধার করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, থাকিতে পারিলেন না, বলদ্বারা অযোধ্যায় সুশাসন বিস্তার করিতে সংকল্প করিলেন। উয়াজিদআলি বরাবরি তাহাদের অনুগত ছিলেন, তাহার পূর্ব্ব পুরুষেরাও ইংরাজ দিগের সঙ্গে চিরকাল আত্মীয়তা করেন, কিন্তু বন্ধুতায় পায় কি, কর্ত্তব্য কর্ম্মের নিকট কিছুই না। অযোধ্যা বাসীরা অসভ্য ছিল, সুসভ্য হউক, তাহার পর তাহারা বুঝিতে পারিবে যে ইংরাজেরা তাহাদিগকে নিজ অধীনে আনিয়া কত দয়া করিয়াছেন। এক্ষণ তাহাদের রাজ্যের নিমিত্ত আর কোন কষ্ট লইতে হইবে না। সমুদয় ইংরাজেরা করিবেন। তাহারা সভ্য হইবে, সুনিয়ম দ্বারা শাসিত হইবে এবং ইংরাজেরা তাহাদের উন্নতির নিমিত্ত দিন দিন আইন করিবেন, অধিক বেতন দিয়া নানা স্থানে বড় বড় ইংরাজ নিযুক্ত করিবেন এবং তাহারা ইংরাজ দিগের হাস্য, কৌতুক আমোদ, আহ্লাদ, গাড়ি ঘোড়া প্রভৃতি দেখিয়া মোহিত হইয়া সভ্যতা শিক্ষা করিতে থাকিবে। আমাদের দেশের গবর্ণর জেনারেল মাসে ২০৯০০ বেতন পান এবং পৃথিবীর প্রায় কোন রাজ কর্ম্মচারী এত বেতন পান না। ইঁহারা ইংলণ্ড হইতে নিযুক্ত হন এবং ইংলণ্ডের মহৎ বংশোদ্ভব ব্যক্তিরাই এই পদে মনোনীত হন। একজন গবর্ণরজেনারেল থাকা না থাকা তুল্য বটে, কিন্তু এ পদটিতে আমাদেরই সম্মান বৃদ্ধি করে। টাকা আমাদের বটে, কিন্তু আমাদের টাকা লইয়া এত উপকারই বা

আর কোন জাতিতে করিতে আসিয়া থাকে। রাজ্য শাসন কি রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত আমাদের কোন চিন্তা করিতে হয় না, ইংরাজেরা দয়া করিয়া সে সমুদয় নির্ব্বাহ করেন। এরূপ সুখ আর কোন দেশে আছে! ইংলণ্ড এইরূপ বিনয়ী যে বৎসর২ আমাদের নিকট হইতে প্রায় ৯ কোটী টাকা লন ইহাতে একটু অপমান কি গ্লানি বোধ করেন না। এবিষয়ে ইংলণ্ড যীশু খৃষ্টের প্রকৃত উপদেশ অনুসারে কাজ করেন। আবিশিনিয়ার যুদ্ধ হইল, ইংরাজেরা জয়ী হইলেন, তাহাদের জয়ধ্বনি পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঘোষিত হইল। ইংরাজেরা আমাদিগকে বলিলেন, যে আমরা এ গৌরব একা লইব? তাহারা আমাদিগের নিকট হইতে যুদ্ধের ব্যয় ও সৈন্য লইয়া তাহাদের এই গৌরবের অংশী আমাদিগকে করিলেন। কি অপূর্ব্ব দয়া! জাঞ্জিবরে দাস ব্যবসায় উঠান কত বড় মহৎ কাজ, ইহাও তাহারা একা করিলেন না। আমাদিগের নিকট হইতে টাকা চাহিলেন এবং ইংলণ্ডের নিতান্ত ইচ্ছা যে আমরা তাহার এই উপার্জ্জিত ধর্ম্মের অংশ পাইতে বিমুখ না হই"। আমরা যদি এই রূপ দরখাস্ত করি তবে রুশিয়গণ আর ইংরাজ দিগকে কিছু বলিতে পারিবেন না। আর একটী উপকার হইবে। আমাদের দরখাস্ত করার ক্ষমতা রুশিয়গণ বুঝিতে পারিবেন এবং সম্ভবতঃ দরখাস্তের ভয়ে ভারতবর্ষে আগমন করিতে বিরত হইবেন।

———

রাজসাহী সাভার সাম্বৎসরিক অধিবেশন গত বৎসরের ন্যায় অতি সমারোহের সঙ্গে নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। গত বৎসর সভার সহকারি সম্পাদক বাবু রাজকুমার সরকার নিজ ব্যয়ে স্বয়ং জেলার সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে সভার উদ্দেশ্য ও সভাতে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিয়া আইসেন। এ বৎসর সভার এক জন কর্ম্ম চারি জেলার সর্ব্বত্র এই উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করেন। সভাতে রাজসাহীর প্রধান প্রধান ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভাস্থলে প্রায় ৭।৮ শত লোক উপস্থিত হন। সভাপতি দণ্ডায়মান হইয় একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার সার অংশ আমরা হিন্দু রঞ্জিকা হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

সভার উদ্দেশ্য সাধারণকে জানাইবার নিমিত্ত গত বর্ষাকালে শ্রীযুক্ত সহযোগী সম্পাদক মহাশয় নিজ ব্যয়ে এ জেলাস্থ প্রায় সকল প্রধান প্রধান স্থানেই ভ্রমণ করিয়াছেন। এ বর্ষেও সভার কেরাণীকে স্থানে স্থানে প্রেরণ করা হইয়াছিল। অদ্যকার অধিবেশনের কার্য্যগুলি বলিতেছি, প্রথম, গত বার্ষিক অধিবেশনে নিদ্ধারিত নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তনাদি আবশ্যক বিবেচনা হইলে তাহা করা। দ্বিতীয়, আগামী বৎসরের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য নিয়োগ। তৃতীয়, ডুবলহাটীর জমিদারকে তাঁহার সৎকার্য্যের নিমিত্ত একখানী অভিনন্দন পত্র প্রদান করা। চতুর্থ, উচ্চ শিক্ষার উন্নতি নিমিত্ত এখানকার হাইস্কুলকে কলেজ করা।

পঞ্চম, সাধারণের উপকারার্থ সভার সাহায্যে একখানী সংবাদ পত্র প্রচার করিবার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা। ষষ্ঠ, পথকর হইতে প্রজার অংশ পরিত্যাগ করা এবং জমিদারের অংশ যাহার যাহা দেয়, তাহাই তাহার নিকট লইয়া এজমালী দায় হইতে মুক্ত করার জন্য গবর্ণমেণ্টে একখানী আবেদন করার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা। সপ্তম, কারাগারের শাস্তি সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান নিয়ম সংশোধনের নিমিত্ত বঙ্গ শাসনকর্ত্তার সমীপে এক খান আবেদন পত্র প্রেরণের কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্য বিবেচনা। অষ্টম, বাঁধ নির্ম্মাণ ও নাল। কর্ত্তন সম্বন্ধে বেঙ্গাল লেজিস্‌লেটিভ্‌ কোন্সিল হইতে যে এক খানী আইনের পাণ্ডুলিপি হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেকটি অন্যায় নিয়ম আছে তাহা সংশোধনের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন পত্র প্রেরণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ।

সহকারি সম্পাদক বাবু রাজকুমার সরকার তাহার পর একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা পাঠ করেন। সহকারি সম্পাদকের বক্তৃতাটী আমারা স্থানাভাবে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। রাজকুমার বাবু এ দেশের একজন অকৃত্রিম হিতৈষী এবং তিনি তাহার বক্তৃতার প্রতি অক্ষরে তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

গত বৎসরে এখানে যে কয়েকটী রাজ নৈতিক সভার অধিবেশন হয়, তাহার মধ্যে ঢাকা, জয়রাম পুর, রাজসাহী সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইল। আমরা অন্যান্য সভার অধিবেশনের সম্বাদ কবে প্রকাশ করিব?

—১৫—

হাইকোর্টের উকীল বাবু ভগবতীচরণ ঘোষের পুত্র বিলাত যাইতে পথে পীড়িত হইয়া বাটী প্রত্যাগমন করেন। তিনি পুনরায় ইংলণ্ডে যাত্রা করিতেছেন।

—০০—

আমরা পারিল রহস্যের আর কয়েক ফর্ম্মা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইউজিনসুকৃত মিসট্রীস অব্‌ পারিস একখানি অমূল্য গ্রন্থ। বাঙ্গালা ভাষায় এই গ্রন্থখানি অনুবাদিত হইতে আরম্ভ হওয়ায় বাঙ্গলা সাহিত্যের পাঠকগণ একখানি সুন্দর পাঠ্যপুস্তক পাইয়াছেন।

———

সিবিলিয়ান বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এজলাসে একজন উকিল বাঙ্গলা ভাষায় বক্তৃতা করিতে যান। সুরেন্দ্র বাবু বাঙ্গলা বুঝেন না বলিয়া তাহাতে আপত্তি করেন। উকিল এ বিষয় জজ সাহেবের নিকট জানান। জজ সুরেন্দ্র বাবুর কৈফিয়াত তলব করেন। তিনি কৈফিয়াতে যাহা লিখেন তাহাতে জজ বিরক্ত হন এবং হাইকোর্টে সে বিষয় জানান। হাইকোর্টে এই নিমিত্ত কমিটী বসে এবং কমিটীতে সুরেন্দ্র বাবু দোষী সাব্যস্ত হন। এই রূপ রাষ্ট্র লেফটনেণ্ট গবর্ণর সুরেন্দ্র বাবুকে সসপেণ্ড করিয়াছেন। আমরা এ বিষয় সম্বন্ধীয় কাগজ পত্র এক্ষণও প্রাপ্ত হই নাই। যাহা হউক, আমরা সম্বাদটীতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।

—০—

লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর এ দেশের নরম্যাল স্কুলের নিমিত্ত এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ১৫ হাজার টাকা বার্ষিক ব্যয়ে চারিটী এবং ৪৪০০ টাকা বার্ষিক ব্যয়ে ২৩টী বিদ্যালয় সংস্থাপন হইবে। প্রত্যেক জেলায় এক একটী অল্প ব্যয়ে নরম্যালস্কুল এবং প্রত্যেক বিভাগে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ব্যয়ে এক একটী নরম্যালস্কুল সংস্থাপিত হইবে। শেষোক্ত নরম্যালস্কুলে উচ্চশ্রেণী বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের নিমিত্ত শিক্ষক সমুদয় শিক্ষিত হইবে। যে সমুদয় গুরুদিগের পাঠশালা আছে তাহারা এবং পল্লিগ্রামস্থ নিম্ন শ্রেণীর বালকেরা এখানে শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে। গুরুরা এখানে শিক্ষা করিতে আসিলে মাসে ৫টাকার অধিক বৃত্তি পাইবে না। অপর সকলে চারি টাকা হারে বৃত্তি পাইবে। স্কুলে প্রবেশের সময় ইহাদিগের পরীক্ষা দিতে হইবে ও সচ্চরিত্রের সার্টিফিকেট দেখাইতে হইবে।

—১৫—

নরম্যাল স্কুলে ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া যাইবে না। উচ্চ ব্যয়ে হুগলী, কলিকাতা, রামপুর বোয়ালিয়া, ঢাকা, চট্টগ্রাম, পাটনা, ভাগলপুর, কটক এবং গোহাটি জেলায় এক একটী নরম্যাল স্কুল সংস্থাপিত হইবে। বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, নদিয়া, যশোহর, মুরশিদাবাদ, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, পাবনা, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলা যাহার অধিবাসীর সংখ্যা এক লক্ষ ব্যক্তির অধিক, সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর নরম্যাল স্কুল সংস্থাপিত হইবে। অন্যান্য ক্ষুদ্রতর জেলায় তৃতীয় শ্রেণীস্থ নরম্যাল স্কুল সংস্থাপিত হইবে। প্রথম শ্রেণীর হেডমাষ্টার দিগের মাসিক বেতন ১০০ হইতে ৩০০ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর মাসিক ৭০ এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাসিক ৫০টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

——

কলিকাতায় যে সমুদয় শুকির কি ময়দার কল আছে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার যে সমুদয় লোকের প্রতিঅর্পিত হয় তাহারা বাষ্পযন্ত্রের কিছু বুঝেনা এবং এখানে যে সমুদয় কুলিরা কাজ করে তাহারাও ইহার কিছুমাত্র অবগত থাকে না, আবার অল্প ব্যয়ে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় এই উদ্দেশ্যে একজন কুলির দ্বারা রাত্র দিন কলের কাজ নির্ব্বাহ করা হয়। এ সমুদয় অজ্ঞ ব্যক্তির হস্তে বাষ্পযন্ত্রের ভার অর্পিত হওয়ায় বিপদের সম্ভাবনা, এই নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিতেছেন যে, এ সম্বন্ধে একটী পরীক্ষার প্রণালী করা যাইবে এবং যাহারা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে তদ্ভিন্ন অপর কেহ কল চালাইতে পারিবে না। গবর্ণমেণ্ট সাধারণের গোচর এবং তাহাদের সম্বন্ধে মত গ্রহণের নিমিত্ত এই প্রস্তাবটী কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করিয়াছেন।

—০—

পাবনার জমিদারেরা এখানে ক্রমে ক্রমে সমুদয় উপস্থিত হইতেছেন। তাঁহারা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এশোসিয়েশনের সঙ্গে এখন কিকরা কর্ত্তব্য তাহার পরামর্শ করিতেছেন। নোলেন সাহেব মফঃস্বলে যেরূপ বিচার করিতেছেন তাহাতে তাহারা ভয় করিতেছেন যে প্রজারা দমন না হইয়া পাছে আবার উৎসাহ পায়। কেহ কেহ এখান হইতে বারিষ্টার ও উকীল লইয়া অপরাধী প্রজার বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা করিবার পরামর্শ করিতেছেন। কেহ লেপটেনেণ্ট গবর্ণরের নিকট দরখাস্ত করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। মফঃস্বলে খাজনা আদায় পত্র রহিত হইয়াছে। অনেকে ভয় করিতেছেন যে যদি প্রজারা সত্বর খাজনা না দেয় তবে তাহাদের লাট রক্ষা করা কঠিন হইবে।

—০—

বোম্বে এবার নগরবাসীরা মিউনিসিপাল কমিশনর সমুদায় নিযুক্ত করেন। ২৮ জন কমিসনার মনোনীত করা হইয়াছে, ইহার চারিজন মাত্র ইংরাজ।

THE AMRITA BAZAR PATRIKA

CALCUT—THURSDAY, AUGUST 7th, 1873.

The last *Calcutta Gazette* contains the names of persons appointed as Honorary Magistrates in the District of Jessore. Amongst the zemindars we are glad to find the name of Baboo Bepin Beharee Bose of Sreedhurpoor who has been so highly spoken of by the local authorities. We are really surprised to see that none of the great zemindars of Narail nor any one of the family of the Rajah of Chanchara have been selected as Honoraries. They have the highest claims to these posts and we hope Government will ere long enlist their names as Honorary Magistrates. By the way at whose recommendation was Dr Bowser appointed as an Honorary? His appointment we are told has thrown the people of Jessore into great consternation. Dr Bowser as Jail Superindent has contracted an ugly habit of beating the inmates of the Jail, the non-laboring prisoners included, the people are therefore afraid that being vested with the powers of a Magistrate lest he finds all men as prisoners and his well-trained hand applies strip s on their backs. Dr Bowser is also notorious for his fining proclivities. He sat this year as a Commissioner to decide about 3 or 4 cases and the fines that he imposed amounted to almost what was realized during the last whole year by the Jessore Municipality. The Vice-Chairman is we hear so well pleased at this amible virtue of the Civil Surgeon that he has stopped to send any more cases to him for trial. At the late vacancy of the Vice-Chairmanship of the Jessore Municipality, he was a candidate for the post, and notwithstanding his being supported by the Chairman, he was vigorously opposed by all the Commissioners who in one voice rejected his prayer. Well might the people of Jessore tremble at the appointment of such a man to the responsible post of an Honorary Magistrate.

At a special meeting of the Royal Geographical Society held in London, Sir Bartle Frere made the following speech on the Zanzibar treaty:—

I have only one other observation on the subject to make, and that is that you are not to be only satisfied with the treaty. The treaty is the latch-key delivered to you by the Sultan of Zanzibar, by which you are at liberty to enter his house, and do what you please in it. But it rests with you to do so; and it will require a great deal of English devotion, of English enterprise, of English courage, of English money, and of English steadfastness and purpose to carry out all you wish to see done for the civilisation of Africa. I think you will agree with me that the suppression of the slave-trade is only one step towards the object which you have in view, which is the Christianisation and civilization of that great continent.

Yes, the Sultan has indeed delivered the latch-key of his house and he will curse the day when he signed the fatal treaty. The day is not distant when the veil of philanthropy which covers the face of England and gives a sanctimonious turn to it will vanish away and the world will discover in the great emancipator the greedy conqueror of Zanzibar.

The *Moorsidabad Putrika* in tracing the cause of the rapid depopulation of the once populous town of Kalikapoor situated near Cassimbazar adverts to an important fact which goes to support Babu Degambar Mittra's drainage theory. The Bhagiruthy making a turn near Furrashdunga on the north of Berhampoor flowed by Kalikapoor, Cassimbazar, Tatpara, Choonakhali, and the British Government stopped its northern course and cut a canal which ran straight to Furrashdunga and joined a small opening of the river there. This considerably affected the drainage of the places and in the course of a few years they were reduced to the condition in which we find them—the wretched abodes of a few sickly human beings.

The following depositions were given by Lord Lawrence before the Finance Committee on the subject of Taxation in India:—

By Mr. Fawcett—Supposing a necessity were to increase suddenly the taxes, suppose five millions were required, can you suggest how it is to be raised, I speak in the view of your idea of a permanent land settlement being carried out? —Well, India is an excessively poor country, and it is to relieve its proverty that propose a permanent settlement. If such a sum were required as you named, I would put on the income-tax again if necessary, or raise the import and export duties by which I would obtain easily four millions of money.

The first important item of revenue is the salt-tax; could that be increased?—No; I have already given my views on the salt-tax.

Can the opium revenue be increased?—I think it is likely rather to be decreased than increased.

Are you aware that the Chinese Government have placed many restrictions on the growth of opium, and suppose the Chinese Government were to see that the British Government would rather go to war with them than not sell them opium, may not the China Government with-draw these restrictions on the home growth of opium and there by give a great impulse to it?— I think that is very likely.

Seeing that the Secretary of State depends for his position on the votes of the House of Commons, constituted as the House of Commons is, you do not think you could rely for any permanent increase of revenue from your proposed increase of import and export duties?—Not a bit.

Do you expect any increase from stamp duties? —No.

Then the income-tax is the only tax left. Has not that been condemned by a general concensus of opinion in India?—I do not know that.

You are aware that one of the great objections to the tax is that the ammount is a varying amount, that the people are alarmed at finding it one year one per cent., and another year three per cent., and third year one per cent. again? —I think there is a great deal in that. I think if it was fixed at a moderate amount, say at two per cent., a great deal of the difficulty would be taken away. It would be only in a very exceptional case that I would raise it.

Mr Fawcett labours under an impression that the Incometax is the most oppressive of all taxes. We hope the evidence of such a great authority as Lord Lawrence will tend a great way to remove this impression from his mind.

We have to acknowledge with thanks Mr. Blanford's Metrological Report for the year 1872. It gives very full details of the atmospheric pressure, the relative humidity of the air, the vapour tentions, the wind force and directions in Bengal and for six stations out of Bengal. The most striking charactersties of the Metrology of 1872 in Bengal were the general deficiency of rainfall, and the weakness of westerly winds. The latter peculiarity was even more strongly marked in the Central provinces, but the rainfall there was abundant. In Orissa the rainfall was also abundant in the monsoon months. Storms were of greater frequency than usual in the Bay of Bengal both at the beginning and ending of the monsoon. On the 2nd of May a severe cyclone passed over Madras, causing great destruction to the shipping in the roads. Again in the latter part of June, stromy weather was very prevalent in the north of the Bay and on the 28th a cyclone was formed which passed across the head of the Bay and near the station of Balasore on the 1st of July. In September, again, a stormy weather prevailed and a cyclone passed northward across Bengal on the night of 19th—20th And lastly in October the weather was unusually stormy on the Madras coast and generally in the South of the Bay, and more than one cyclone was reported at Sea. The highest reading of the thermometer during the year was 118° at Cuttuck during the month of May, and next stand Gaya and Benares where the temperature reached 114° during June. Returns of rainfall are given from 177 stations. The average rainfall in Orissa and the Burdwan division except Beerbhoom was 55 to 56 inches; in Presidency division, with Moorsidabad, Rajshye and Maldah 60 to 70 inches; Rungpoor, Dinagepoor, Dacca, Tippera, Bogra, Mymensing, and the whole of Assam 80 to 100 inches; Sylhet, Cachar, Chittagong, Akyab, Darzling, Noakhali, and Julpigoree over 100; and Patna, Bhagulpore, Chota Nagpore division 39 to 50 inches. The table showing the number of rainy days furnishes some curious results. Gaile in Ceylon with 76 inches of rain had 200 rainy days; Cherapoonjee with its 477 inches had only 167 rainy days; Calcutta had 117 rainy days; in Sylhet, Assam, Cachar, and Darzling in fact over the whole of the tea districts, "the rainfall extended over more days and was more equally spread over the rainy months than anywhere else." In the Patna division the average number of rainy days was hardly sixty in the whole year. In Bengal proper and in Orissa the average number of rainy days was about ninety. The registering stations at which complete observations are taken are scattered over the Bengal delta. There is no registering station anywhere in the Burdwan division, though the prevalence of the fever would have made observations there of special value. We hear however from a reliable source that Sir George Campbell has recently ordered the establishment of observatories in Burdwan.

—:o:—

Emigration to the Labour Districts—The time prescribed for the presentation of the Report of the Select Committee on the Bill to amend the existing Cooly law has been extended to one month more on the motion of the Advocate General. Before this motion was passed His Honor made a feeling speech on the sad condition of the coolies for which we are sincerely grateful to the speaker. We reproduce some portions of it below.

"As head of the Government and President of this Council, His Honor was, he felt, particularly charged with the duty of looking after the interests of the cooly. Looking, then, to the interests of the cooly as well as to those of the planter, he thought it might be a question whether in the interests of both parties a proposition for a great relaxation of these restrictive laws might not be worth of consideration. While we had done a great deal to protect the cooly in regard to recruiting, the voyage, and other matters; while we had imposed restrictions on the planters; whilst we had protected the cooly from harm in various ways, we had also imposed on the coolies serving under contract in the tea districts penal laws extreme stringency—to such a point, that the cooly who was conveyed to the labor districts under those laws, became legally and practically a slave: he was for three years legally and indisputably a slave. His Honor did not use the word in a bad sense. The cooly was compelled to labor to the end of this term as a man not free and his own master, and in that sense was a slave. It was true that he generally did serve under a good and reasonable master, but he was not free. He was bound down for three years, not only by the terms of his contract and by penal laws, but by physical subjection to his master, who, on the cooly's attempting to run away, could seize him and bring him back to work. In a country where the tea plantations were in the midst of jungles, that was an enormous power given to planters over labourers—a power which had sometimes been abused, though not in the great majority of cases. It was a power which, speaking technically, reduced the cooly to the position as a slave. Moreover, under the existing law, if the cooly contracted again in any shape, he again came under

the panal laws and became a slave. Hie Honor must say for himself that he held that above all things the blessings of freedom were great blessings. He much disliked this system of bondage. He was very much inclined to doubt whether the advantages the cooly gained were not more than counterbalanced by the penal laws by which he was subject to this bondage. It appeared, then, to him to be particuiarly in the interest of cooly that a modification and diminution of those restrictive laws were suggested.

We cannot too sufficiently thank His Honer for the above. The subject has a thrilling and painful interest, and deserves the urgent consideration of those who have a spark of humanity in them. It is gratifying to observe that Sir George Campbell has from the beginning shown a humane spirit and the amendment he proposes will if properly carried out go a great way to protect those who so urgently deserves protection. It was only lately that the English papers took up the cause of the Colonial coolies and exposed the inhumanity of the planters who treated them like so many beasts. The startling disclosures of abuses produced a great sensation among the British Public and the Parliament has been at last moved to appoint a Royal Comission of Enquiry which now sits in Mauritious and the British Guiana The wave of philanthropic anxiety expressed by the British public has at last reached the shores of India and His Honor with characterstic energy has seized the subject in right earnest. The teaplanters are no doubt doing a considerable good to this country. They are developing the hidden resources of the country and have already created an important trade. They have cleared jungles and formed beautiful gardens and populous villages in the midst of impenetrable and uninhabited forests. If India eventually happens to be deprived of her opium revenue, as is now apprehended by many, we may reasonably hope for keeping up the balance of our external trade by an extended export of our teas to foreign parts. Our tea lands are fertile and extensive and it is no exaggeration ta say that under the soil of the tea plantations is buired an endless wealth not susceptible of being exhausted like the gold digging of Australia and California, where the emboweled treasures once unearthed can never be turned up again. The enterprising planters who have thus discovered one of the chief sources of India's wealth deserves protection, encouragement and thanks. But the coolies without whose assistance they could do nothing deserve a greater amount of consideration. Who are so meek, so submissive, so loyal as the coolies? What obdurate heart is there which could bear the sight of such dumb creatures being treated like dogs? And yet it is a fact that their condition is most deplorable and the mal-treatment they receive at the hands of the planters would oftentimes draw down tears from the most stony hearts. If it is urged that the lives of a few thousand semi-barbarous human beings are not worth much when the important trade of tea is in question, we cannot accede to that monsterous doctrine. That doctrine has been urged indirectly though not openly. That doctrine was practically urged when slavery was legalized in 1863 and subsequently in 1870. But that doctrine has been renounced by the British public and we are glad Sir George has deeply felt the necessity of removing it from this country. How cooly lives are protected under the existing law has been well described by His Honor himself. The coolies are in fact slaves of the planters. What discredit does the Lieutenant Governor's seething remark throw upon the framers of the law now in force! But we fear Sir George's proposed Bill is not a great improvement upon it. It will not give the coolies the protection they are in so much need of. There are provisions in the Assam Cooly Bill which entirely neutralize its scope and objec. It is admitted that the Cooly law is exceptional in its character and necessary in the interests of humanity. Its necessity is acknowledged both by the planters and the contractors and yet the provisions in question seem to ignore it. The contractors are tied down and bound by a rigid code of restrictive rules and regulations, while Garden Sirdars are permitted to recruit coolies without being subject to the rules for transport, medical examination or inspection in the way to their destinations. The present Bill is intended to permit recruiting outside the Act, or in other words, whoever wishes shall be allowed to recruit coolies for the tea gardens. Free recruiting is no doubt s very good thing, but as regards the dumb coolies, it is calculated to do a great deal of harm. In fact, a special legislation is absolutely necessary for the protection of the coolies, by which the contractors and the planters shall equally abide. The law which already exists on the subject is being on many occasions trampled by them, and while more stringent provisions are necessary, it will be simply rendering the condition of the coolies from bad to worse if the protective law were done away with. When His Honor is so much intent upon giving freedom to the helpless coolies, we hope he will take particular care to remove those clauses of the Bill which have given an anomalous character to it. We strongly insist upon a special protective law without which the condition of the coolies will be worse than it is now andwe hope that the Legislature will take special care to mitigate the "state of bondage" which has been so eloquently and feelingly deplored by His Honor.

Pubna Once More—We hope we shall not tire the patience of our readers by taking up this subject again. If the evil consquences of the move-ment were not likely to extend beyond Pubna but remained confined to a single district alone we would not have taken the trouble of dwelling on this subject over and over, but we are convinced that unless some wholesome measures are promptly taken, the interests of the whole country will be seriously affected. The ryots of Pubna have set a bad example and who knows that similar scenes will not be enacted in other parts of Bengal? Who knows that if the conduct of the Pubna officials are lightly passed over, other Magistrates and subdivisional officers will not imitate their example and under the garb of a pretended friend ruin both the ryots and the Zemindars? It is well-known in what light are the Zemindars looked upon by the present ruler of Bengal. They are an eyesore to His Honor and it is his avowed policy to see them as a class disappear from the face of the earth. Who knows that the Muffsil executive should catch or have already caught this feeling of their fountain head and attempt to ingratiate themselves with him by carrying hostile measures against the land-holders? Who knows that they will not instigate the ryots to combine and resist the demands of their land-lords and find proper and willing instruments in them to crush both themselves and the Zemindars? The facts disclosed in conuection with the Pubua affair have indeed staggered us. We really do not know that in bringing about the revolution of Pubna, the local authorities have offended or pleased the Lord of Belvedere. In fact, the manner in which Sir George has allowed the reports of Mr. Nolan and Mr. Taylor to appear in the public cannot fail to strike that if the ruler of Bengal does not positively exult at the occurance of the riots of Pubna he has at least nothing to be sorry for what has taken place there. Who knows that a faint hope lurks in the breast of His Honor to seize this opportunity and make another struggle to snatch the Permanent Settlement from the Zemindars? The Pubna Zemindars are in imminent danger nor are the other Zemindars of Bengal quite safe, and it is of the utmost importance that the former should clear themselves from the most libellous charges that have been brought against them. That there are oppressive Zemindars we do not doubt and for aught we know the Ishufshahi Zemindars might belong to that class, but Mr. Nolan who bears such an ill feeling towards the land-holders class is not the proper man to pass judgment upon them. Man is constitutionally incapable of forming an unbiased opinion upon any thing. His actions must be guided more or less by external circumstances. In going to decide a matter, one should be most careful and guard himself against outward influences. There are people however who proceed to form judgment with preconceived notions and certainly no value whatever is to be set on the conclusions they come to. Mr. Nolan belongs to this class of persons and his opinions must therefore be taken with great reservation. He has never concealed his feelings against the Zemindars and it matter little if he calls them oppressive ans exacting. Mr. Nolan however does not seem to understand that when he condemns the Zemindars of Ishufshahi as "a turbulent set of men, without any respect for law, and very little for life, in their dealings with their ryots and with one another" he only condemns himself. In his letter to the Magistrate, he makes these disparaging remarks against the Zemindars of Ishufshahi. "I need scarcely remind you of the character borne by the Sandyal family, and constantly sustained by them for thirty years. I have had to punish one of the family under section 154, Indian Penal Code, for encouraging by his presence in the village the plunder of the house of a headman of considerable wealth for a ryot, because he refused to consent to an enhancement; another for similarly assisting at a riot which occurred this year. Denendro Nath Sandyal is known to have maintained a body of dacoits and thieves to harass the ryots of a rival sharer. The Sandyals reside in the centre of the pergunnah, and are the largest land-owners, so that their demeanour has given a character to the whole. During this year their people killed an up-country burkundaz of the Tagores in a land riot and by a spear wound; another man was killed by a spear wound in a land despute, also during the conent year. The agents of Bandopadhya family kidnapped a ryot this year on his return from the moonsiff's court and kept him ten days in confinement." If the Zemindars of Ishufshahi are what they are represented to be by Mr. Nolan, we would be the last man to defend them. But we have seen what a determined foe Mr. Nolan is to the zemindars, We have also indisputably proved by facts that Mr. Nolan has almost invariably decided cases against the zemindars and done his best to put them down. Who knows that he was not influenced by his long cherished anti-zemindaree feelings in his decisions about the cases alluded to by him in the above? Mr. Nolan is not an angel and even an angel in his position could not but have erred. We do not say that the zemindars are not what Mr. Nolan tries to prove them to be, but we repeat that he is not the proper person to pass any judgment upon them. The case stands thus. Mr. Nolan positively hates the Zemindars and avows great sympathy for the ryots. A most rancorous feeling exists between the ryots and zemindars. They are constantly at loggarheads with one another and disputes necessarily arise between them, Mr. Nolan settles these disputes and as is to be expected he decides them in favor of the ryots. Under these circumstances, Mr. Nolan has to thank himself if his attacks on the zemindars are accepted as effusions of a prejudiced brain. But taking for granted that the zemindars of Ishuffshahi are really a set of *badmash*, does not the fact of their being able to accomplish their evil designs reflect great discredit upon Mr. Nolan himself? What could prove more strongly the unfitness of Mr. Nolan than the existence of a "set of turbulent men" setting the law and the magistrate at defiance in his own sub-division? There are hundreds of Zemindars scattered all over Bengal and we challenge any man to show Mr. Nolan's typical zemindar in another subdivision. In fact, in spite of ourselves we are constrained to believe that if the zemindars are really as bad as they are represented by Mr. Nolan, they were allowed to be so by the wilful indifference of the sub-divisional officer who perhaps to make a strong case against the hated land-holders indirectly nourished the rancarous feeling which subsisted between the zemindars and the ryots, till it brought on such dreadful results. Now a word to the Pubna Zemindars. They must not lose time to memorialize Government about the removal of Mr. Nolan. As long as he remains in the sub-division it is morally impossible to restore the good feeling which formerly existed between the land-lords and the tenants. They must state facts and we are sure they will find many such facts which cannot fail to impress upon Government that they were misrepresented by Mr. Nolan and it was through his negligence that the Pubna movement was brought about.

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুত কালীমোহন রায়ের শ্বাস
রোগের মহৌষধ।

এক মাস এই ঔষধ সেবনে, বহু দিনের পুরাতন শ্বাস রোগ এককালীন আরোগ্য হয়। বহু লোক এই ঔষধে আরোগ্য লাভ করিয়াছ! এক মাসের উপযুক্ত ঔষধের মূল্য ডাক মাসুল সহ ৫ টাকা। নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিটক ৫ টাকা পাঠাইলে ব্যবস্থা পত্র সহ ঔষধ পাইবেন।

তুষভাণ্ডার
রঙ্গপুর। } শ্রীবিপিন মোহন সোহাবিস।

সংবাদ।

—নাগপাড়া গ্রামে কায়স্থ জাতির মধ্যে একটি কৌতুকাবহ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এক ব্যক্তি আপন ভ্রাতৃ-কন্যা অন্য এক জনের সহিত বিবাহ দিয়া তাহার ভ্রাতৃ-কন্যা আপনি বিবাহ করিবে (পরিবর্ত্ত) স্থির করে। এক দিন এক স্থানে উভয় বিবাহ হইবে। দুইটী লগ্ন স্থির করা হইল একটী পূর্ব্বে আর একটী কিঞ্চিৎ পরে। প্রথমটীর সময় উপস্থিত হইলে বর ও কন্যাকে বিবাহ স্থলে আনিল। এতদ্দেশীয় প্রথানুসারে বর ও কন্যাকে পাটে তুলিয়া একখানা বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিতে হয়! পূর্ব্বে যাহা যাহা করিতে হয় তাহা সম্পন্ন করিয়া বর কন্যাকে পাটে উঠাইয়া কাপড় দিয়া ঢাকিয়া তখন উভয় উভয়কে দেখিয়া অবাক্। কন্যাটি তখনই বলিয়া উঠিল "ঠাকুর পুতি, একি?" সকলে জানিতে পারিয়া সত্বর তাহাকে ঘরে লইয়া গেল এবং যাহার সহিত সম্বন্ধ স্থির হইয়া ছিল তাহাকে লইয়া আসিল। সম্প্রদানের মন্ত্র হইয়া গিয়াছিল না বলিয়া রক্ষা। এখন তাহার কুটুম্বাদি আত্মীয়গণের মধ্যে অনেকে তাহাকে সমাজচ্যুত করিতে চাহে।

গ্রাম দূত।

—মেডিকেল কলেজের দাঙ্গার দ্বিতীয় দিবসে একজন ফিরিঙ্গি হেয়ার স্কুলের একটী ছাত্রকে প্রহার করে। গত মঙ্গলবার পুলিসে তাহার বিচার হইয়া ফিরিঙ্গি যুবকের ১৬ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

—উহাবি ধর্ম্ম আফগানিস্থানে প্রবেশ করিয়াছে।

—তারে সংবাদ আসিয়াছে যে গবর্ণর জেনারেল এখানকার আয় ব্যয় সংক্রান্ত যেরূপ বন্দবস্ত করিয়াছিলেন, পালিয়েমেণ্টে তাহা মুঞ্জুর হইয়াছে।

—রাজ্ঞী পুত্র ডিউক অব এডিন বরার পুনর্ব্বার বিবাহের যোগাড়ের নিমিত্ত রুশিয়ায় যাত্রা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই বার এবিষয় একটী স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া যাইবে।

—ষ্টিফিন সাহের যিনি নূতন ফৌজ দারি আইন দ্বারা আমাদিগকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং যাহার এ বিডেন্স আইন দ্বারা হাকিম দিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে তিনি ইংলণ্ডে সলিসিটর জেনারেল নামক উচ্চ পদে নিযুক্ত হইবেন স্থির হইয়াছে। হ্যাষ্টিং ও ক্লাইব সাহেব ভারতবর্ষে নানা বিধ নিষ্পীড়ন লুঠ প্রবঞ্চনা করেন এবং তাহারা ইংলণ্ডে গিয়া অতি সম্মানিত হন। ইংরাজেরা আমাদিগকে এই রূপ ভাল বাসেন, ভারতবর্ষের ইংলণ্ড এই রূপ সুহৃদ।

—ইংলিশম্যানের ইংলণ্ডস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন যে পারস্যের সাহা ইংলণ্ড পরিত্যাগ করায় আমাদের পরিমিত ব্যয়ী সচীব রক্ষা পাইয়াছেন। সাহা যত দিন এখানে ছিলেন তত দিন প্রত্যহ এখানে ৮ হাজার টাকা রাজ কোষ হইতে ব্যয় পড়িত তাহার নিমিত্ত প্রতি দিন ছয় শত টাকার ফলই খরিদ হইত।

—ইওরোপে ইতি পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে কোন ভদ্র লোকের পরস্পর বিবাদ হইলে তাঁহারা বন্দুক কি তরবার দ্বারা উহার বিচার করিতেন। উভয়ের সম্মতি ক্রমে পরস্পর বন্দুক কি তরবারের যুদ্ধ হইত। এনিয়ম এক্ষণ উঠিয়াছে কিন্তু সম্প্রতি ফ্রান্সের দুই জন ভদ্রলোকের মধ্যে এই রূপ বিবাদ হইয়া গিয়াছে। দুই জন ফারাশিশের রাজ নৈতিক বিষয়ে মত ভেদ থাকে। ইহারা অগ্রে সংবাদ পত্রে বাত বিতণ্ডা করেন। তাহার পর উপরি উক্ত মতে যুদ্ধের দ্বারা হারি জিত নিদ্ধারণ করার সাব্যস্ত হয়। তরবারের যুদ্ধ হয়। লোকের ভারি কৌতুক উপস্থিত হয়। ইহার মধ্যে একজনের তরবারের ভারি পাকা হাত। অনেকে বলে ইনি জয়ী হইবেন এবং এই নিমিত্ত বাজি হয়। যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং উভয়ই ক্ষত বিক্ষত হইয়া যুদ্ধে নিরস্ত হন। কাহারও প্রাণের হানি হয় নাই। আমাদের সুসভ্য দেশ এরূপ ঘটনা হইলে লোকে ভয়ে অচৈতন্য হইয়া পড়ে।

—খিবার যুদ্ধে আসিবার সময় রুশিয়দের ৭।৮ হাজার সৈন্য কাস্পিয়ান সাগরে জল মগ্ন হয় এবং ১৫।১৬ হাজার উট ও বলদ মরুভূমিতে প্রাণত্যাগ করে।

—কলিকাতায় লর্ড বিশপ প্রস্তাব করেন যে যখন তিনি কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকিবেন তখন মাদ্রাজ কি বোম্বাইয়ের বিশপ কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার কার্য্য সকল করিবেন এবং এই জন্য উক্ত বিশপ বার্ষিক অতিরিক্ত ১০ হাজার টাকা পাইবেন। এই টাকা গুলি সম্ভবতঃ লর্ড বিশপের বেতন হইতে কাটিয়া লওয়া হইবে।

—ডবলিউ গণনা করিয়া বলেন যে ১লা হইতে ১০ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে কলিকাতা অঞ্চলে একটী ঝড় হইবে, কিন্তু উক্ত ঝড় বেশীক্ষণ থাকিবে না।

—পাইওনিয়ার আক্ষেপ করিয়া বলেন যে ব্রিটীশ সভ্যতার সংসর্গে রাজপুতেরা ক্রমেই অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছে। ইংরাজদের প্রসাদে হিন্দুরা ক্রমেই এইরূপ উন্নতি হইতে উন্নতিতে আরোহণ করিতে থাকিবে।

—এক ব্যক্তি দদ্রু রোগে বড় কষ্ট পায়। কোন ফকীর তাহাকে নিমের তৈল সেবন করিতে বলেন। সে প্রায় ৩।৪ মাসের মধ্যে বারো শের তৈল পান করে। সে একদিন একটী মাঠ দিয়া যাইতেছে ইতিমধ্যে তাহাকে একটী কেউটেসাপে দংশন করে। তিন শত হাত না যাইতে যাইতে সাপটী টলিয়া পড়িয়া পঞ্চত্ব পায়। দষ্ট ব্যক্তির কিছুই হয় না।

—সম্প্রতি মেদিনীপুরে শাত জন বালক মাঠ দিয়া গমন করিতেছিল। পথের মধ্যে বজ্রপতন হইয়া একজনের প্রাণত্যাগ হয় এবং অপর কয়েকজন অচৈতন্য হইয়া পড়ে।

—সাহা ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সে গমন করিয়াছেন। ফ্রান্স হইতে একখানি জাহাজ আসিয়া সাহার নিমিত্ত ইংলণ্ডের কুলে অপেক্ষা করিতেছিল। আমাদের রাজ্ঞী পুত্রেরা সাহাকে জাহাজে তুলিয়া দিয়া আইসেন। এইরূপ প্রকাশ যে যখন রাজ্ঞীপুত্রেরা ফারাশিশ জাহাজে সাহাকে উঠাইয়া দেন, তখন ফারাশিশ নাবিকেরা তাহাদের প্রতি যথোচিত সমাদর করে না। ইহাতে অনেকে বিবেচনা করিতেছেন যে প্রুশিয় যুদ্ধের সময় ইংলণ্ড ফ্রান্সের সাহায্য না করার রাগ ফারাশিশেরা এক্ষণ পর্য্যন্ত বিস্মৃতি হয় নাই। আমাদের ইংলণ্ডের আজকাল অবস্থা মন্দ নয়। পৃথিবীর মধ্যে প্রুশিয়া, রুশিয়া, ফ্রান্স আমেরিকা চারটী সুসভ্য জাতি। ইহার কাহার সঙ্গে ইংলণ্ডের সৌহৃদ্যতা নাই।

—সার বার্টেল ফ্রেয়ার সাহেব ঝাঞ্জিবর সন্ধি সম্বন্ধে এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন "এই সন্ধি দ্বারা সুলতান আমাদের হাতে চাবি অর্পণ করিয়াছেন এবং ইহা দ্বারা আমরা ইচ্ছা করিলে তাহার গৃহে প্রবেশ এবং সেখানে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিব। এখন সমুদয় তোমাদের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিবে এবং আফেরিকা সভ্য করিতে হইলে তোমাদের অনেক অধ্যবসায়. যত্ন, ধন, সাহস এবং মতলব আবশ্যক করিবে। আমি বোধ করি আফ্রিকা সম্বন্ধে আমাদের যে যে সংকল্প আছে, তাহার মধ্যে দাসব্যবসা নিবারণ করা কেবল একটীমাত্র। ইহা ছাড়া আরো অনেক করিতে হইবে।" আফ্রিকার দফা এইবার রফা হয়।

—তাগমন নামক একজন মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারি একজন মেমের বাটী গতায়াত করিত। সেখানে একদিন গিয়া বন্দুক দ্বারা আত্মহত্যা করিয়াছে।

—দক্ষিণ আমেরিকায় এক রকম পাখি আছে। তাহারা সর্প আহার করে। যে কোন সর্প তাহাদের সম্মুখে পড়িলে তাহা তাহারা শিকার করে। কেহ কেহ এই পাখি ভারতবর্ষে আনিয়া যাহাতে দেশের মধ্যে উহার প্রচার হয় তদ্বিষয় যত্ন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এটি মন্দ নয় কিন্তু বিলাতি মানুষ এদেশে আসিয়া আমাদের এই দুর্গতি, বিলাতি কুক্কুর আসিয়া দেশী কুক্কুর উচ্ছিন্ন গিয়াছে, আবার বিলাতি পাখি আসিয়া দেশী পাখি গুলি যদি উচ্ছিন্ন যায় তবে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইবে।

পাবনার প্রজাবিদ্রোহ সম্বন্ধীয় ইতিহাস।

(আমাদের বিশেষ সম্বাদদাতা কর্ত্তৃক লিখিত।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বে উল্লেখিত হইয়াছে বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারকে নিস্তেজ করাই ঈশান রায়ের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এবং তিনি তদুদ্দেশে উত্তর পূর্ব্ব বিভাগীয় বন্দ্যোপাধ্যায় সংসৃষ্ট গ্রাম নিচয়ের প্রায় অধিকাংশ প্রজাকেই বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছেন। এক্ষণে মধ্যে মধ্যে কোন কোন গ্রামে জমিদার পক্ষ যে দুই এক জন লোক তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধির কণ্টক স্বরূপ ছিল তাহাদিগকে স্বায়ত্ত বা জব্দ করা আবশ্যক হইয়া উঠিল। লোক বশীভূত করার, ভয় মৈত্রী প্রভৃতি যত গুলি উপায় আছে, প্রথমটি অনায়াস সাধ্য বলিয়া বিদ্রোহী রাজের মনোনীত হইয়াছিল। পরে দেখান যাইবে যে এই উপায় বলেই ইঁহার অনন্তর জাত উপরাজগণ ও স্বকীয় অধিকার বিস্তার সম্বন্ধে বিলক্ষণ কৃত কার্য্যতা লাভ করিয়া ছিলেন। যে হউক বিগত ফাল্গুণ মাসে কতক গুলি বিদ্রোহী প্রজা দলবদ্ধ হইয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাল সংক্রান্ত অন্যতর কর্ম্মচারী ছিদাম সরকারের বাড়ী আক্রমণ পূর্ব্বক তাহাকে ভয়ানক প্রহার ও তাহার জেম্মায় আদায় তহসিল সংক্রান্ত সমুদায় কাগজাত লুটিয়া লইলে প্রহরিত ছিদাম ফৌজদারি আদালতে

অভিযোগ করে। পুলিস তদারক করিয়া ঘটনা প্রকৃত বলিয়া রিপোর্ট করেন এবং অন্য প্রমাণ দ্বারাও দৌরাত্ম্য সমর্থিত হয়। কিন্তু শেরাজগঞ্জের আঃ মাজিষ্ট্রেট নোলেন্ সাহেব মোকদ্দমাটি ডিসমিস করিলেন। এই কার্য্য প্রজাদিগের বিলক্ষণ উত্তেজক হইয়াছিল। বিদ্রোহীরা পুনর্ব্বার ছিদামের বাড়ী লুট পাট করিয়া সমুদয় ঘর গুলি ভগ্ন ও প্রান্তরে আনিয়া ভস্মীভূত করিল। অতঃপর বায়ইখোলার কমল দাসের বাড়ী লুণ্টন ও নিস্পাপ কমলকে বিলক্ষণ প্রহার করিয়া ঐ রূপে অত্যাচারীদিগের মুক্তি লাভ হয়।

এই সময়ে বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার আপন এলাকা ভুক্ত হাওরা, ভাট বেড়া, বেড়ুয়া, লক্ষী কোল, চুড়ইমুড়ী, পাখি মারা, নরিপুর, বাড়িয়া, মাকর কোল, ধুকরিয়া, ঘোরশাল, জামতৈল, ভাঙ্গা বাড়ী, বগুড়া, কল্যানপুর, প্রভৃতি গ্রামের প্রজাদিগের সহিত জমি জমার বন্দোবস্ত করিয়া অন্যূন ৫০০ কবুলিয়ত রেজেষ্টরি করার নিমিত্ত সেরাজগঞ্জের রেজেষ্টরি আপীসে উপস্থিত করিয়া ছিলেন। তন্মধ্যে অনেক গুলি কবুলিয়তের রেজিষ্টরি কার্য্যও সমাধা হইয়াছিল। কিন্তু নোলেন সাহেবের কি এক লীলা করিবার ইচ্ছা হইল, তিনি আইনের শাসন অতিক্রম পূর্ব্বক রেজেষ্টরি করা সমুদয় গুলি কবুলিয়ত প্রজাদিগকে ফেরত দিলেন। পরস্পর শুনিতে পাওয়া যায় এই সময়ে নোলেন সাহেব না কি প্রজাদিগকে নির্জ্জনে লইয়া যাইয়া কি কি উপদেশ দিয়া ছিলেন, লোকে ইহাও ঘোষণা করে ঈশান রায় ও শম্ভু পালের সহিত সাহেবের অনেক পরামর্শও হইয়া ছিল। এই কার্য্য দেখিয়া অন্যান্য প্রজারা আপনাপন দাখিলি যাহা রেজেষ্টরি হইয়া ছিল না কবুলিয়ত ফেরত লইল এবং তাহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া উঠিল সাহেব তাহাদিগের সহায়। জমিদারে তাহারদিগের আর কিছুই করিতে পারিবে না। এই সময় এই কথা প্রচারিত হইয়া উঠিল যে মহারাণীর হুকুম হইয়াছে যে জমিদারের আর কোন ক্ষমতা থাকিবে না, এবং মহারাণীর ইচ্ছানুসারে বিচারকগণ জমিদারের কোন কথা বা অভিযোগ শুনিবেন না। প্রজারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মহারাণীর প্রজা হইবে ইত্যাদ।

পাঠকগণ, প্রজায় অপরাধ করিলে শাস্তি নাই ইত্যাদি যে জনরব শুনিয়াছেন তাহার নিদান এই এবং ইহাই অন্যান্যদিগকে বিদ্রোহী করার দ্বিতীয় প্রলোভন।

দৌলতপুর নিবাসী কালী মজুমদার নামক জনৈক ক্ষুদ্র তালুকদার বিদ্রোহীতার উদ্যম হইতে দেখিয়া আপন প্রজাদিগকে নিরস্ত রাখিতে অপারগ হইয়া সেরাজগঞ্জের মেঃ উইলসন সাহেবকে স্বকীয় সম্পত্তি ইজারা দিলেন। এই সময়ে প্রজারা জমিদারের শাসন এক প্রকার অতিক্রম করিয়াছিল বলা যায়। স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিলে কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া মেঃ উইলসন জরিপ সাহায্যের প্রার্থনা করিলে পাবনার কালেক্টর টেলার সাহেব, নোলেন সাহেবের হাতে এই কার্য্যে ভারার্পণ করিলেন। নোলেন সাহেব এই কার্য্য উচিত রূপে সম্পাদন করিতে কতদূর যত্ন ও অনুসন্ধান লইয়া ছিলেন বলা যায় না। কিন্তু তিনি ২৩৮ ইঞ্চি হাতের হাত কাটী দ্বারা জরিপের হুকুম প্রদান করেন। প্রবাদ এই যে প্রজাদিগকে এক খানা হাত কাটীও প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ওই আজ্ঞাশ্রবণ মাত্র প্রজা মণ্ডলীতে মহান আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল, এবং সাহেবের মঙ্গল কামনায় সহস্র সহস্র আশীর্ব্বচন উচ্চরিত হইতে লাগিল। এই সময়ে বিদ্রোহ প্রবর্ত্তয়িতাগণ নোলেন সাহেবের হুকুমের সঙ্গে আরো ২।৪ টী কথা যোগ করিয়া দিয়া অজ্ঞ প্রজাগণের মনে আর একটী নূতন প্রলোভন জন্মাইয়া দিল। পাঠকগণ ইংলণ্ড হইতে মহারাণী যে হাত কাটী (যাহা বৃহৎকায় মনুষ্যের বক্ষোমধ্য হইতে মধ্যমাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত দীর্ঘ) প্রেরণ করিয়াছেন এবং ওই হাতের ১৮ বা ১৯ হাতি মলে জরিপের যে এক গুজব শুনিয়াছেন, এই মূল হইতেই তাহার উৎপত্তি এবং ইহাই বিদ্রোহ প্রবৃত্ত প্রজাগণের তৃতীয় প্রলোভন। অতঃপর অন্যত্র যে সকল প্রজা বিদ্রোহী দলভুক্ত হইয়াছে, ॥৵১ আনা নিরিখ গবর্ণমেণ্টের সহায়তা, ও ২৩৮ ইঞ্চির হাত কাটী, এই-ত্রিবিধ প্রলোভনই তাহাদিগের উত্তেজক।

(ক্রমশঃ)

প্রেরিত।

পুটিয়াধিশ্বরী শ্রীমতি রাণী শরৎসুন্দরী দেবী।

পুটিয়া নিবাসী মৃত ভৈরবনাথ সান্ন্যাল একজন ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জীবদ্দশায় সৎকার্য্যে অনেক অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর যে, সেই সকল সৎকার্য্যের লোপ হইয়াছে এমন নহে। তাঁহার বিষয়ের বার্ষিক আয় যেরূপ হয়, তাহার প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণই অতিথি সেবায় ব্যয়িত হইয়া থাকে। তাঁহার অতিথিসৎকার ব্রতপালনে জাতি ভেদ নাই। চিরদিনের নিমিত্ত এই সৎকার্য্য স্থায়ী হয়, এই উদ্দেশে তিনি ইচ্ছাপত্র (অর্থাৎ উইল্) করিয়া গিয়াছেন।

রাণী শরৎসুন্দরী দেবী সেই মৃত মহাত্মার জ্যেষ্ঠ-কন্যা। পুটিয়ার স্বর্গীয় রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়, রাণী মহোদয়ার পাণিগ্রহণ করিয়া কিছুদিন পরেই পরলোক গমন করেন। এই সময় তিনি (রাণী) অপ্রাপ্ত বয়স্কা থাকায় তাঁহার সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের অধীন হয়। পরে ন্যূনাধিক ৬ বৎসর হইল তিনি প্রাপ্ত বয়স্কা হইয়া আপনার সম্পত্তির ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার দয়া ও ন্যায়পরতারগুণে তাঁহার অধিকারে কি ধনী কি দীন কোন প্রজাই অসন্তুষ্ট নহে। দুঃখের কথা শুনিলে যাঁহার অশ্রুধারা বিগলিত হয় বুঝিতেই পারেন তাঁহার হাতে কত উপকার হইবার সম্ভব। ইনি বোয়ালিয়া গবর্ণমেণ্টস্কুলের ইষ্টকের গৃহনির্ম্মাণ ও তাহার চতুঃপার্শ্বে রেল প্রস্তুত এবং মধ্যস্থিত পুষ্করিণী খনন করিতে প্রচুর অর্থ দান করিয়াছেন। এবং বর্ত্তমান উক্ত বিদ্যালয় হাইস্কুল হওয়ায় তাহার অতিরিক্ত গৃহ নির্ম্মাণার্থে ৬৫০০টাকা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত একটি ডিস্পেন্সরি, দুইটি বঙ্গবিদ্যালয় এবং একটি মধ্যশ্রেণির ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। শেষোক্ত বিদ্যালয়ের দীন বালক দিগের আহারের নিমিত্ত মাসিক ২৫ টাকা দান করিয়া থাকেন। এবং সময়ে সময়ে ঐ সকল বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থে মানচিত্র ও নানা প্রকার পুস্তকাদি দান করিয়া আসিতেছেন।

রাণী কেবল নিজের বিদ্যালয়ের দুঃখী বালকগণের অভাব দূর করেন এমন নহে। যে কোন বিদ্যালয়ের বালক হউক না আপন দুঃখ জ্ঞাপন করিবামাত্রেই যথা যোগ্য উপকার পাইয়া থাকে।

নিজ পুটিয়ার রাজা পরেশনারায়ণ রায়ের যে উচ্চশ্রেণীর সাহায্যকৃত ইং বং বিদ্যালয় আছে, গত বার্ষিক পরীক্ষার সময় তথাকার ছাত্রগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে রাণী মহোদয়া ৩০ টাকা প্রদান করেন। পরীক্ষার পর একটি দরিদ্র বালক পুস্তকাভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে অক্ষম হইয়া, রাণী মহোদয়ার নিকট আপন দুঃখ জ্ঞাপন করিলে তিনি তাহার আশাতিরিক্ত ফল দান করেন। উক্ত বিদ্যালয়ের অন্যতর একটি বালককে মাসিক ২ টাকা করিয়া সাহায্য করেন। তদ্ব্যতীত দেশের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি অক্ষম, তাহাদেরও যথাযোগ্য সাহায্য করিতে ক্রুটি করেন না। ইতিপূর্ব্বে রাজসাহী "পিপল্স এসোসিয়েন্" সভার সাহায্যার্থে এককালীন ২০০ টাকা দান করিয়াছেন এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা চাঁদা দিবেন স্বীকার করিয়াছেন। কি স্বদেশে, কি বিদেশে যিনি যখন সংবাদ পত্রিকা প্রচার, পুস্তক মুদ্রাঙ্কন এবং বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণার্থে কিম্বা অন্য কোন সৎকার্য্যের জন্য রাজ্ঞীর নিকট প্রার্থনা করেন তিনি নৈরাশ হইয়া যান না। সে দিন পুটিয়ায় ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া অনেক ঘর পুড়িয়া যায়। প্রত্যেক দরিদ্র গৃহদগ্ধ ব্যক্তিগণকে রাণী মহোদয়া গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন ও গৃহ প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত আহারীয় বস্তু বিতরণ করিয়াছেন।

উপরে যে কয়েকটি দানের উপমা দেওয়া গেল ইহা ভিন্ন যে আর কেহ দান পায় নাই এমন নহে। এমন দিনই নাই যে রাণী পিতৃ মাতৃ বিয়োগ দায় গ্রস্ত, কন্যাভার গ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে ৪০। ৫০ মুদ্রা ব্যয় না করেন। এতদ্ভিন্ন ইঁহার অমায়িকতা ও দয়া শ্রদ্ধা অবলোকনে কত শত দরিদ্র, বিপ্র, বিধবা ইঁহার বাটীতে বাস করিয়া পরম প্রীতির সহিত কালযাপন করিতেছে। অধিক কি কহিব জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্মবিশেষে ইনি দান করিয়া থাকেন না। যে জাতি ও যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউক না কেন যিনি যখন আপন দুঃখ রাজ্ঞীর নিকট জ্ঞাপন করেন ইনি তাহাকেই অকাতরে আশাতিরিক্ত ধনদানে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকেন।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, ঐ সমস্ত দানে রাণীর যদিও একমাত্র পরোপকার ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই, তথাপি তাঁহার ও অন্যান্য ধনীদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে গবর্ণমেণ্ট কোন পুরস্কার প্রদান করেন এই আমাদের বাঞ্ছনীয়।

একান্ত বশম্বদ।

নড়াইল।

১। ৫ই শ্রাবণ রাত্রি প্রায় ৪ টার সময় যশোহরের অন্তঃপাতি নড়ালস্থ জমীদার শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্র নাথ রায় মহাশয়ের বৈঠকখানার অপর পার্শ্বের একটী ঘর হইতে শ্রীনবিনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক তাহার এক জন অতি বিশ্বাসী কর্ম্মচারী ও পারিষদ স্বর্ণ নির্ম্মিত পাঁচটি ওয়াচ ও দু ছড়া চেন অপহরণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছে। উহার মূল্য প্রায় আড়াই হাজার টাকা হইবেক। ঐ ব্যক্তি এতদূর বিশ্বাসী ছিল যে সময়ে সময়ে উহার হস্তে নানা বিধ, রৌপ্য ও অন্যান্য বহুমূল্য জিনিস থাকিত, এক্ষণ বোধ হইতেছে যে এত দিবস সুযোগ না পাইয়া অধিকতর বিশ্বাসের কার্য্য করিতেছিল। ঐ ব্যক্তির বাটী বিক্রমপুরের মোতালক। পুলিশে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার ও তাহার ভ্রাতা মহিমাচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্ধান জন্য নানা স্থানে লোকও প্রেরিত হইয়াছে। অদ্যাপি কোন সংবাদ আইসে নাই। যে ব্যক্তি অনুসন্ধান করিয়া ধরিয়া দিতে পারিবেক উক্ত বাবু তাহাকে বিশেষ পুরস্কার করিবেন।

২। ৬ই শ্রাবণ রাত্রি প্রায় ৩ টার সময় নড়াইলের বাজারে অগ্নি লাগিয়া ১৫।১৬ খান দোকান ঘর ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। কাহার কিছু মাত্র রক্ষা হয় নাই। বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে তাহাদের হিসাবি খাতা গুলি দগ্ধ হওয়াতে তাহাদের দায়িকগণ অনেকেই তাহাদিগকে ফাকি দেওয়ার চেষ্টা করিবেন এইরূপ শ্রবণ গোচর হইতেছে, যদি কাহার মনে এই ভাবের উদয় হইয়া থাকে তবে তাহাদের প্রত্যেকের নিকট

আমার এই প্রার্থনা যে "গোরিব বেচারাদিগের উপর আর খাড়ার ঘা না দেন।"

৩। নড়াইল জমীদার মহাশয়দিগের ৫/৪ অংশের জমীদারগণ পাথুরিয়াঘাটা চ্যারিটেবল ফিভার হস্‌পিটাল জন্য ১০০০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন, কএকটী দুঃখি বালকের পুস্তক অগ্নিতে দগ্ধ হওয়াতে উক্ত অংশ হইতে তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় পুস্তকের জন্য ৩০৫৸৹ ত্রিশ টাকা পনর আনা দেওয়ার আদেশ হইয়াছে।

মাষ্টার, পণ্ডিত ও নেটিভ ডাক্তার ইত্যাদি মহাশয়দিগের গৃহ দাহ হইয়াছিল তাহা নির্ম্মাণ জন্য প্রায় ২০০০ দু হাজার টাকা দিয়াছেন।

এই মহাত্মারা এইরূপ কত শত দান করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

নড়াইল। শ্রীকৈলাসচন্দ্র মিত্র।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী।

এই এজেন্সীর কার্য্য একাধিক্রমে বিংশতি বৎসরের অধিক চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু মধ্যে সিপাহী বিদ্রোহিতার পর উহার কার্য্য সংক্ষেপরূপে চলিতে ছিল, সংপ্রতি উহা বাহুল্যরূপে প্রচার করিবার জন্য ভিন্ন প্রকার নিয়মাদি নির্দ্ধারিত ও স্বতন্ত্র কার্য্যক্ষম ব্যক্তি সকল নিয়োজিত হইয়াছে, ভরসা করি এখন উহার দ্বারা সাধারণের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারিবেক। মোক্তার দালাল এবং আড়তদারদিগের যে সমস্ত কার্য্য তাহা উক্ত এজেন্সীর দ্বারা সুন্দররূপে অতি অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হইবেক, অর্থাৎ ব্যবসায়ের নিমিত্ত কিম্বা কাহার নিজ প্রয়োজনের জন্য অল্পবিস্তর সকল প্রকার দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা, মামলামোকদ্দমার ভার গ্রহণ করা, কোন কিছু প্রস্তুত করা, কোন কিছু রক্ষা করা, এবং টাকা দেনা পাওনার কারবার প্রভৃতি যাঁহার যে কোন কার্য্যের আবশ্যক হইবেক, তাঁহারা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যেরূপ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন এই এজেন্সী কর্ত্তৃক সেইরূপ হইবেক, এবং প্রতিনিধির দ্বারা যে যে কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভব সে সমস্ত ও এজেন্সী কর্ত্তৃক সুনির্ব্বাহ হইবেক। ইহার বিস্তারিত বিবরণ ও নিয়মাবলী মুদ্রিত হইয়া এজেন্সী আফিসে প্রস্তুত আছে, আবশ্যক হইলে পাওয়া যাইতে পারে।

সকল প্রকার দ্রব্যাদির চলিত বাজার দরের তালিকা প্রতি সপ্তাহে মুদ্রিত হইয়া এজেন্সীর দ্বারা প্রকাশিত হয় যাহার মুল্য প্রতি খণ্ড ৵০ এজেন্সীর গ্রাহকগণকে উহা বিনা মুল্যে দেওয়া যায়।

যদবধি উক্ত এজেন্সীর কার্য্যালয়ের কারণ পৃথক স্থান নির্দ্দিষ্ট না হয়, তদবধি গুপ্তযন্ত্র মির্জ্জাফর্শ লেন ২৪ নং ভবনে উহার কার্য্য চলিবে। আপাতত পত্রাদি এই স্থানেই কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে লিখিতে হইবেক।

এজেন্সী আফিস
গুপ্ত যন্ত্র ২৪ নং
মির্জাফর্শ লেন
১লা আগষ্ট ১৮৭৩। } শ্রীঅভয়চরণ গুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

"ভক্তিরসামৃত সিন্ধু" জীব গোস্বামীর টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত সংখ্যাক্রমে মুদ্রিত হইতেছে। ইহার ১ম ও ২য় ও ৩য় সংখ্যা মুদ্রিত হইয়াছে, প্রতি সংখ্যার মূল্য চারি আনা ডাক মাশুল এক আনা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গন নিম্নলিখিত স্থানে পত্রাদি পাঠাইলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীকালিদাস নাথ।
কলিকাতা বড়বাজার
কাঁসারিপটি।

Advertisements.

THE INDIAN EVIDENCE ACT 1872.

(BEING ACT No. OF 1872.)

This is decidedly the best edition of the Indian Evidence Act that we have yet seen. Babu Kissoree Lal Sircar has spared no pains to remove the difficulties which stand the uninitiated readers of the Act in the face. He has made the work acceptable to the public generally. The price Rs 4 a copy is not we think considering the real merit of the work too high as some may fancy. *Law Observer.*

BY

KISHORI LAL SARKAR, M. A. B. L.

Price Rs .4.

To be had at the Amrita Bzar Puttrika Office and Thacker Spink & Co's Library.

সমরশায়িনী উপাখ্যান।

কলিকাতা মানিকতলা ষ্ট্রীট ৯১ নং বাটীতে গ্রন্থকার মদনমোহন মিত্রের নিকট পাওয়া যায়। সঙ্গে একখানি ছবি আছে। আয়তন ২৬ ফর্ম্মা। মূল্য ১ এক টাকা, ডাক মাশুল ৵০।

বঙ্গভাষায় রোগ-বিচার ও ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

গৃহী মাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী শিক্ষা প্রভৃতি প্রণেতা এবং বেঙ্গলি মেডিক্যাল জর্ন্যাল্‌ অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ পত্রিকার সম্পাদক ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত উপরিউক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা, মুল্য ৬ ডাকমাশুল ॥০ আনা॥ উহার বান্ধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুঁচুড়ায় গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাগার হিন্দুহষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ধাত্রী-শিক্ষার মুল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারন করা গেল। ইহার ডাকমাশুল ।৴ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। [৩৭]

১। ইউরোপীয়, ইষ্টইণ্ডিয়েন এবং এবং এদেশীয় যাহারা শিল্প এবং যন্ত্র ব্যবসায়ী তাহাদিগকে বিনাবেতনে শিক্ষা দিবার জন্য একটী ড্রইং (নকসা আঁকা) শ্রেণী স্থাপন করা হইয়াছে।

২। নিম্ন লিখিত বিষয়ের উপযুক্ত কর্ম্মকর অথবা তৎবিষয় শিক্ষার্থী (এপ্রেণ্টিস দিগকে) এই শ্রেণীতে গ্রহণ করা যাইবে। ইটগড়া মিস্ত্রী, পাথর কাটা মিস্ত্রী, কর্ম্মকারক মিস্ত্রি, ছাচেগড়া (ঢালাই) মিস্ত্রি ফিটাস্‌ রনবস ছুতার মিস্ত্রি, কলচালান মিস্ত্রি প্রভৃতি অন্যান্য মিস্ত্রিগণ ইহাতে প্রবেশ করিতে পারিবেক॥

৩। যাহারা এই শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করিবে তাহাদিগকে শ্রীযুত লেপ্‌টেনেণ্ট কনলেন হাইড্‌ মিণ্টমষ্টরের নিকটে নিম্ন লিখিত মত চরিত্র সম্বন্ধীয় প্রশংসা পত্র (সার্টিফিকেটের) সহিত দরখাস্ত করিতে হইবে।

৪। দরখাস্ত করিয়া আপন ২ মনিব বা কোন সাটিফিকেটে (প্রশংসাপত্র) আনিলেই ভরতি হইতে পারিবে।

৫। কালেজ ষ্ট্রিটে ভবানীচরণ দত্তরে গলিতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের ঘরে এই শ্রেণী খোলা গিয়াছে। প্রতি সোমবার এবং বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে ৫ টা হইতে ৬৷৷ টা অবধি শিক্ষা দান হইয়া থাকে। ৪

এইচ হাইড টাঁকশালের মাষ্টার॥

নটনন্দিনী

শ্রীহরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ২২৪০ পৃষ্ঠা মুল্য ১ টাকা ডাক মাশুল ৵ আনা স্ত্রীজাতির সতীত্ব রত্ন যে অবশ্য রক্ষনীয় ইহা তাহারি একটী উপমান স্বরূপ. কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, এবং গোয়াবাগান, ১৪ নং ভবন নুতন সংস্কৃত যন্ত্রালয়ে প্রাপ্তব্য।

বিজ্ঞাপন।

PEOPLE'S CHOLERA BOX.

ওলাউঠা চিকিৎসার হোমিওপেথিক প্রধান দশটী ঔষধ ও ঐ সব ঔষধ কখন কি প্রকারে ব্যবহার করিতে হইবেক, তৎ সম্বন্ধে একখান সরল ভাষায় লিখিত পুস্তক একটা বাকসে ও এক শিশি ডাক্তার রুবিনীর কর্পূরের আরক স্বতন্ত্র একটী টীন কেশে. মুল্য ৮ টাকা। দাতব্য জন্য ক্রয় করিলে মুল্য ৫ টাকা। ডাকে পাঠাইতে হইলে প্যাকিং খরচা ৷৷০ আনা বেশী দিতে হইবেক। এক বাক্‌স ঔষধে ২৫। ৩০ জন রোগী আরোগ্য হইতে পারে। এক বাকস ঔষধ ঘরে থাকিলে যে সে এই পুস্তক দৃষ্টে অনায়াসে এই রোগের চিকিৎসা করিতে পারিবেক। প্রকৃত ওলাউঠা হইতে আরোগ্য হইবার হোমিওপেথিক ভিন্ন আর উপায় নাই, তজ্জন্য গৃহী মাত্রেরই এক এক বাক্‌স ঘরে রাখা কর্ত্তব্য।

R. K. Mitter & Co.
349, Chitpoor Road.

MALONE'S SHAKSPEARE.

To be issued in monthly parts. Price Eight annas to subscribers and twelve annas to non-subscribers. Each part will embrace nearly 72 Pages Demy octavo. Muffussil subscribers will have to advance the price of at least three such parts, which they are to receive at regular intervals. Both subscribers and non-subscribers to whom the parts are to be sent by post, will have to pay postage charges in addition.

32, Jhamapookur Lane
Calcutta, June 1873. } Baney Madhab Ghose.

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি ৫২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্রনাথ রায়ের দ্বারা প্রকাশিত হয়।